নাট্য কাব্য।

প্রকৃতির প্রতিশোধ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১।

প্রকৃতির প্রতিশোধ।

উৎসর্গ।

তোমাকে

দিলাম।

নাট্য কাব্য।

প্রকৃতির প্রতিশোধ।

প্রথম দৃশ্য।

গুহা।

সন্ন্যাসী।

কোথা দিন, কোথা রাত্রি, কোথা বর্ষ মাস !
অবিশ্রাম কাল স্রোত কোথায় বহিছে
সৃষ্টি যেথা ভাসিতেছে তৃণপুঞ্জ সম !
আঁধারে গুহার মাঝে রয়েছি একাকী,
আপনাতে ব'সে আছি আপনি অটল !
অনাদি কালের রাত্রি সমাধি-মগনা
নিশ্বাস করিয়া রোধ পাশে বসে আছে !
শিলার ফাটল দিয়া বিন্দু বিন্দু করি
বারিবিন্দু ঝরিতেছে আর্দ্র গুহাতলে !
স্তব্ধ শীত জলে পড়ি অন্ধকার মাঝে
প্রাচীন ভেকের দল র'য়েছে ঘুমায়ে !
বাদুড় গুহায় পশি সুদূর হইতে
অমা নিশীথের বার্তা আনিছে বহিয়া !

কখন বা কোন দিন কে জানে কেমনে
একটি আলোর রেখা কোথা হতে আসে,
দিবসের গুপ্তচর রজনীর মাঝে
একটুকু উঁকি মেরে যায় পলাইয়া।
ব'সে ব'সে প্রলয়ের মন্ত্র পড়িতেছি,
তিল তিল জগতেরে ধ্বংশ করিতেছি,
সাধনা হয়েছে সিদ্ধ, কি আনন্দ আজি।
জগত কুয়াশা মাঝে ছিনু মগ্ন হয়ে,
অদৃশ্যে আঁধারে বসি সুতীক্ষ্ণ কিরণে
ছিঁড়িয়া ফেলেছি সেই মায়া আবরণ,
জগৎ চরণ তলে গিয়াছে মিলায়ে—
সহসা প্রকাশ পাই দীপ্ত মহিমায়!
বসে বসে চন্দ্র সূর্য্য দিয়েছি নিভায়ে,
একে একে ভাঙ্গিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
গেছে ভেঙ্গে আশা ভয় মায়ার কুহক!
কোটি কোটি যুগব্যাপী সাধনার পরে,
যুগান্তের অবসানে, প্রলয় সলিলে
সৃষ্টির মলিন রেখা মুছি শূন্য হতে—
ছায়াহীন নিষ্কলঙ্ক অনন্ত পূরিয়া
যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ,
পেয়েছি—পেয়েছি সেই আনন্দ আভাস!

জগতের মহা শিলা বক্ষে চাপাইয়া
কে আমারে কারাগারে করেছিল রোধ ;
পলে পলে যুঝি যুঝি তিল তিল করি
জগদ্দল সে পাষাণ ফেলেছি সরায়ে।
হৃদয় হয়েছে লঘু স্বাধীন স্ববশ !

কি কষ্ট না দিয়েছিস্ রাক্ষসি প্রকৃতি
অসহায় ছিনু যবে তোর মায়া ফাঁদে !
আমার হৃদয় রাজ্যে করিয়া প্রবেশ
আমারি হৃদয় তুই করিলি বিদ্রোহী !
বিরাম বিশ্রাম নাই দিবস রজনী
সংগ্রাম বহিয়া বক্ষে বেড়াতেম ভ্রমি !
কানেতে বাজিত সদা প্রাণের বিলাপ ;
হৃদয়ের রক্তপাতে বিশ্ব রক্তময়
রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল দিবসের আঁখি !
বাসনার বহ্নিময় কষাঘাতে হায়
পথে পথে ছুটিয়াছি পাগলের মত !
নিজের ছায়ারে নিজে বক্ষে ধরিবারে
দিন রাত্রি করিয়াছি নিস্ফল প্রয়াস !
সুখের বিদ্যুৎ দিয়া করিয়া আঘাত
দুঃখের ঘনান্ধকারে দেছিস্ ফেলিয়া !
বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে

নিয়ে গিয়েছিস্ মহা দুর্ভিক্ষ মাঝারে—
খাদ্য বলে যাহা চায় ধূলিমুষ্টি হয়
তৃষার সলিল রাশি যায় বাষ্প হয়ে!
প্রতিজ্ঞা করিনু শেষে যন্ত্রণায় জলি
এক দিন—এক দিন নেব প্রতিশোধ!
সেই দিন হতে পশি গুহার মাঝারে
সাধিয়াছি মহা হত্যা আঁধারে বসিয়া।
আজ সে প্রতিজ্ঞা মোর হয়েছে সফল!
বধ করিয়াছি তোর স্নেহের সন্তানে,
বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞান চিতানলে!
সেই ভস্মমুষ্টি আজি মাখিয়া শরীরে
গুহার আঁধার হতে হইব বাহির!
তোরি রঙ্গভূমি মাঝে বেড়াব গাহিয়া
অপার আনন্দময় প্রতিশোধ গান!
দেখাব হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে,
এই দেখ্ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায়!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

সন্ন্যাসী।

এ কি ক্ষুদ্র ধরা! এ কি বদ্ধ চারিদিকে!
কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি গাছপালা গৃহ,
চারিদিক হতে যেন আসিছে ঘেরিয়া,
গায়ের উপরে যেন চাপিয়া পড়িবে!
চরণ ফেলিতে যেন হতেছে সঙ্কোচ,
মনে হয় পদে পদে রহিয়াছে বাধা!
এই কি নগর! এই মহা রাজধানী!
চারিদিকে ছোট ছোট গৃহগুহাগুলি
আনাগোনা করিতেছে নর-পিপীলিকা!
ঘুরিতেছে ফিরিতেছে সঙ্কীর্ণতা মাঝে,
মানুষেরা হয়ে গেছে কীটের মতন!
গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি শত শত নর
কেনরে মাটির পরে ঘুরে ঘুরে মরে!

চারিদিকে দেখা যায় দিনের আলোক
চোখেতে ঠেকিছে যেন সৃষ্টির পঞ্জর।
আলোক ত কারাগার, নিষ্ঠুর কঠিন
বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখে দৃষ্টির প্রসর!

পদে পদে বাধা খেয়ে মন ফিরে আসে,
কোথায় দাঁড়াবে গিয়া ভাবিয়া না পায়!
অন্ধকার স্বাধীনতা, শান্তি অন্ধকার,
অন্ধকার মানসের বিচরণ-ভূমি,
অনন্তের প্রতিরূপ, বিশ্রামের ঠাঁই।
এক মুষ্টি অন্ধকারে সৃষ্টি ঢেকে ফেলে,
জগতের আদি অন্ত লুপ্ত হয়ে যায়,
স্বাধীন অনন্ত প্রাণ নিমেষের মাঝে
বিশ্বের বাহিরে গিয়ে ফেলেরে নিশ্বাস!

পথ দিয়া চলিতেছে, এরা সব কারা।
এদের চিনিনে আমি, বুঝিতে পারিনে,
কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল!
কি চায়! কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা!
এক কালে বিশ্ব যেন ছিলরে বৃহৎ,
তখন মানুষ ছিল মানুষের মত,
আজ যেন এরা সব ছোট হয়ে গেছে।

দেখি হেথা ব'সে ব'সে সংসারের খেলা!

কৃষকগণের প্রবেশ।

গান।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল খেম্‌টা।

হেদেগো নন্দরাণী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও!
আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।
হের গো প্রভাত হল সূয্যি উঠে
ফুল ফুটেছে বনে,
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
আজ করেছি মনে।
ওগো, পীতধড়া পরিয়ে তারে
কোলে নিয়ে আয়।
তার হাতে দিও মোহন বেণু
নূপুর দিও পায়।
রোদের বেলায় গাছের তলায়
নাচ্‌ব মোরা সবাই মিলে।
বাজ্‌বে নূপুর রুণুঝুনু
বাজ্‌বে বাঁশি মধুর বোলে,
বন ফুলে গাঁথ্‌ব মালা
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে।

প্রস্থান।

বালক পুত্র সমেত স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

(পথিকের প্রতি) হ্যাঁগা দাদা ঠাকুর, এত ব্যস্ত হয়ে কম্‌নে চলেছ!

ব্রা। আজ শিষ্য বাড়ি চলেছি নাত্‌নী! অনেকগুলি ঘর আজকের মধ্যে সেরে আস্‌তে হবে, তাই সকাল সকাল বেরিয়েছি। তুমি কোথায় যাচ্চ গা?

স্ত্রী। আমি ঠাকুরের পূজো দিতে যাব। ঘরকন্নার কাজ ফেলে এসেছি, মিন্সে আবার রাগ কর্‌বে! পথে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যে জিগ্‌গেষপড়া কর্‌ব তার যো নেই। বলি, দাদা ঠাকুর, আমাদের ও দিকে যে একবার পায়ের ধুলো পড়ে না!

ব্রা। আর ভাই, বুড়ো স্থুড়ো হয়ে পড়েছি, তোদের এখন নবীন বয়েস, কি জানি পছন্দ না হয়। যার দাঁত পড়ে গেছে, তার চাল কড়াই ভাজার দোকানে না যাও-য়াই ভাল!

স্ত্রী। নাও, নাও, রঙ্গ রেখে দাও!

আরেক স্ত্রীলোক। এই যে ঠাকুর, আজ কাল তুমি যে বড় মাগ্‌গি হয়েচ!

ব্রা। মাগ্‌গি আর হলেম কই! সকাল বেলায় পথের মধ্যে তোরা পাঁচ জনে মিলে আমাকে টানাছেঁড়া আরম্ভ করেছিস্‌। তবুত আমার সেকাল নেই!

১মা। আমি যাই ভাই ঘরের সমস্ত কাজ পড়ে রয়েছে।

২য়া। তা' এস।

১ম। (পুনর্ব্বারফিরিয়া) হাঁলা অলঙ্গ, তোদের পাড়ায় সেই যে কথাটা শুনেছিলুম, সে কি সত্যি!

২য়। সে ভাই বেস্তর কথা!

(সকলের চুপি চুপি কথোপকথন।)

আর কতকগুলি পথিকের প্রবেশ।

১। আমাকে অপমান! আমাকে চেনেনি সে! তার কাঁধে ক'টা মাথা আছে দেখ্‌তে হবে! তার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে তবে ছাড়্‌ব!

২। ঠিক কথা! তা না হলে ত সে জব্দ হবে না!

১। জব্দ ব'লে জব্দ! তাকে নাকের জলে চোখের জলে কোর্‌ব।

৩। সাবাস্‌ দাদা! একবার উঠে প'ড়ে লাগত!

৪। লোকটার বড় বাড় বেড়েচে।

৫। পিঁপিড়ার পাখা গুঠে মরিবার তরে!

২। অতি দর্পে হত লঙ্কা।

৪। আচ্ছা, তুমি কি কর্‌বে শুনি দাদা।

২। কি না কর্‌তে পারি! গাধার উপরে চড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢালিয়ে সহর ঘুরিয়ে বেড়াতে পারি। তার এক গালে

চুন, এক গালে কালি লাগিয়ে দেশ থেকে দূর করে দিতে পারি, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি। কিন্তু এবার তাঁকে মাপ করা যাক্—কি বল, সে ছেলে মানুষ! না হয়, মাপ কর্‌লেমই বা! তাতে দোষ কি!

২। এই ত ভাই, শেষকালে ত পিছলে! ও জানাই ছিল!

১। বেশ কর্‌ব, মাপ কর্‌ব, তোদের কি? তোরা পরের কথায় থাকিস্ কেন?

৩। তোমায় যে অপমান করেছে হে! ছুও ছুও!

১। বেশ করেচে, অপমান করেচে! তিনশবার অপমান করবে! দশশবার অপমান কর্‌বে! বিশহাজারবার অপমান কর্‌বে! দেখি তোরা কি কর্‌তে পারিস্।

(ক্রোধে প্রস্থান।)

(হাসিতে হাসিতে সকলের অনুগমন।)

১ম স্ত্রী। মাইরি, দাদাঠাকুর, আর হাসতে পারিনে, তোমার রঙ্গ রেখে দাও! ওমা, বেলা হ'য়ে গেল! আজ আর মন্দিরে যাওয়া হল না। আবার আর একদিন আস্‌তে হবে। (সক্রোধে) পোড়ারমুখো ছেলে, তোর জন্যেইত যাওয়া হল না। তুই আবার পথের মধ্যে খেল্‌তে গিয়েছিলি কোথা!

ছেলে। কেন মা আমি ত এই খেনেই ছিলেম।

স্ত্রী। ফের আবার নেই কর্‌চিস্।

(প্রহার, ক্রন্দন ও প্রস্থান।)

(দুই জন ব্রাহ্মণ বটুর প্রবেশ।)

১। মাধব শাস্ত্রীরই জয়।

২। কখন না, জনার্দ্দন পণ্ডিতই জয়ী।

১। শাস্ত্রী বল্‌চেন স্থূল থেকে সূক্ষ্ম উৎপন্ন হয়েচে।

২। গুরু জনার্দ্দন বলচেন, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উৎপন্ন হয়েছে।

১। সে যে অসম্ভব কথা!

২। সেই ত বেদ বাক্য।

১। কেমন করে হবে! বৃক্ষ থেকেত বীজ।

২। দূর মুর্খ বীজ থেকেইত বৃক্ষ।

১। আগে দিন না আগে রাত?

২। আগে রাত।

১। কেমন ক'রে! দিন না গেলেত রাত হবে না!

২। রাত না গেলে ত দিন হবে না।

১। (প্রণাম করিয়া) ঠাকুর, একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

সন্যাসী। কি সংশয়?

২। প্রভু, আমাদের দুই গুরুর বিচার শুনে অবধি আমরা দুই জনে মিলে তিন দিন তিন রাত্রি অনবরত ভাবচি স্থূল হতে সূক্ষ্ম, না সূক্ষ্ম হতে স্থূল, কিছুতেই নির্ণয় কর্ত্তে পারচিনে!

স। (হাসিয়া) স্থূল কোথা! স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ কিছু নাই,
নানারূপে ব্যক্ত হয় শক্তি প্রকৃতির!
সবি সূক্ষ্ম, সবি শক্তি, স্থূল সে ত ভ্রম!

১। আমিও ত তাই বলি! আমার মাধব গুরুও ত তাই বলেন।

২য়। আমারও ত ওই মত, আমার জনার্দ্দন গুরুরও ত ঐ মত!

উভয়ে। (প্রণাম করিয়া) চল্লেম প্রভু!

(বিবাদ করিতে করিতে প্রস্থান।)

সন্যা। হারে মূর্খ, দুজনেই বুঝিল না কিছু!
এক খণ্ড কথা পেয়ে লভিল সান্ত্বনা!
জ্ঞানরত্ন খুঁজে খুঁজে খনি খুঁড়ে মরে—
মুঠো মুঠো বাক্যধূলা আঁচল পূরিয়া,
আনন্দে অধীর হ'য়ে ঘরে নিয়ে যায়।

একদল মালিনীর প্রবেশ।

গান।

মুলতান—তাল আড় খেম্‌টা।

বুঝি, বেলা বহে যায়,
কাননে আয়, তোরা আয়!
আলোতে ফুল উঠ্‌ল ফুটে ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেব মনের মতন মালা গেঁথে,
কই-সে হল মালা গাঁথা, কই-সে এল হায়!
যমুনার ঢেউ যাচ্চে ব'য়ে বেলা চলে যায়।

পথিক। কেন গো এত দুঃখ কিসের! মালা যদি থাকেত গলাও ঢের আছে!

মালিনী। হাড়কাঠও ত কম নেই!

২য় মা। পোড়ারমুখো মিন্সে, গরু বাছুর নিয়েই আছে! আর, আমি যে গলা ভেঙ্গে মর্‌চি, আমার দিকে একবার তাকালেও না! (কাছে গিয়া গা ঘেঁসিয়া) মর্‌ মিন্সে, গায়ের উপর পড়িস্‌ কেন?

সেই লোক। গায়ে প'ড়ে ঝগ্‌ড়া কর কেন! আমি দাত হাত তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

২য় মা। কেনে গা! আমরা বাঘ না ভাল্লুক! না হয় একটু কাছেই আস্‌তে! খেয়ে ত ফেল্‌তুম না!

(হাসিতে হাসিতে সকলের প্রস্থান।)

একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ।

গান।

ছায়ানট—তাল কাওয়ালি।

ভিক্ষে দেগো ভিক্ষে দে!

দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘুরে, মুখ তুলে কেউ চাইলিনে!
লক্ষ্মী তোদের সদয় হন, ধনের উপর বাড়ুক্ ধন,
(আমি) একটি মুঠো অন্ন চাইগো, তাও কেন পাইনে!
ঘরে ছুটি শিশু ছেলে কাঁদ্‌চে মায়ের মুখ চেয়ে,
ফিরে গেলে বাবা বলে, কেঁদে তারা আস্‌বে ধেয়ে,
তখন তাদের কি দেব গো! বুকটা ফেটে যাবে যে!
ঐ রে সূর্য্য উঠ্‌ল মাথায়, যে যার ঘরে চলেছে,
পিপাসাতে ফাট্‌চে ছাতি চল্‌তে আর যে পারিনে।
ওরে তোদের অনেক আছে, আরো অনেক হবে,
একটি মুঠো দিবি শুধু আর কিছু চাহিনে!

একদল সৈনিক। (ধাক্কামারিয়া) সরে যা, সরে যা, পথ ছেড়েদে! বেটা, চোখ্ নেই! দেখ্‌চিস্‌নে মন্ত্রীর পুত্র আস্‌চেন!—

(বাদ্য বাজাইয়া চতুর্দ্দোলা চড়িয়া মন্ত্রীপুত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান।

সন্যাসী। মধ্যাহ্ন আইল, অতি তীক্ষ্ণ রবিকর।
শূন্য যেন তপ্ত তাম্র কটাহের মত।

ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিক; তপ্ত বায়ু ভরে
থেকে থেকে ঘুরে ঘুরে উড়িছে বালুকা।
বিজন হইল পথ, পান্থ দুয়েকটি,
ধীরে ধীরে চলিতেছে বসিছে ছায়ায়।
সকাল হইতে আছি কি দেখিনু হেথা!
দেখিলাম, গোটাকত ছোট ছোট জীব
ধূলিমাঝে ঘেঁসাঘেঁসি নড়িয়া বেড়ায়;
কেহ ওঠে, কেহ পড়ে, কেহ ঘুরে মরে
এ দিকে চ'লেছে কেহ, কেহ বা ও দিকে।
যতটুকু মাটি আছে পায়ের কাছেতে
তার চেয়ে এক তিল দেখিতে না পায়।
যতটুকু দেখা যায় ক্ষুদ্র দুটি চোখে
তা-ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডে যেন আর কিছু নাই!
সেই বিশ্ব, তারি মধ্যে ঠেলাঠেলি ক'রে
সকলেই পেতে চায় একটু খানি স্থান।
পথ হতে খুঁটে খুঁটে ছোটখাটগুলো
আদরে বুকের কাছে জমা করিতেছে।
পদাঙ্গুলে ভর ক'রে ছোট ছোট বীর
যথাসাধ্য উঁচু হয়ে চলিছে গরবে,
ভাবিতেছে চন্দ্রসূর্য্য কাজ কর্ম্ম ফেলি
দেখিছে সভয়ে তারি দীর্ঘ আয়তন!
ছোট ছোট জিনিষেরে অতি ভক্তি ভরে

বড় বড় নাম দিয়ে বড় মনে করে।
জন্মিতেছে মরিতেছে রাশি রাশি কীট।
মড়কের হাত দিয়ে কভু বা প্রকৃতি
গোটাকত অর্থ-হীন অক্ষরের মত
অসহায় তুচ্ছদের ফেলিছে মুছিয়া!
আমিও কি এক কালে ছিনু এই কীট!—
আজ যেন মনে হয় পা বাড়ালে পাছে
পদতলে দ'লে যায় কীটের সমাজ!
এ দীর্ঘ পরাণ মোর সঙ্কুচিত করে
পারি কি ওদের সাথে মিশিতে আবার!
জগতের এক কোণে ছোট গর্ত্ত খুঁড়ি
ক্ষুদ্র আশা তরে ফিরি মাটি শুঁকে শুঁকে!
ধিক্ ধিক্—নিষ্ঠুর সে কল্পনারে ধিক্!—
কি ঘোর স্বাধীন আমি! কি মহা আলয়!
জগতের বাধা নাই—শূন্যে করি বাস!

তৃতীয় দৃশ্য।

অপরাহ্ণ।

পথ।

পথিক। পান্থগণ—স'রে যাও—হের, আসিতেছে
ধর্ম্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর দুহিতা!

বালিকার প্রবেশ।

১ম প। ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে মোরে—

২য় প। স'রে যা' অশুচি!

৩য়।। হতভাগী জানিস্‌নে রাজপথ দিয়ে
আনাগোনা করে যত নগরের লোক—
ম্লেচ্ছ কন্যা, তুই কেন চলিস্ এ পথে!

(বালিকার পথপার্শ্বে বৃক্ষতলে সরিয়া যাওন।)

এক জন বৃদ্ধা। কে তুমি গা, কার বাছা, চোখে অশ্রুজল,
ভিখারিণী বেশে কেন রয়েছ দাঁড়ায়ে
এক পাশে!—

বালিকা। (কাঁদিয়া উঠিয়া) জননি গো আমি অনাথিনী!

বৃদ্ধা। আহা ম'রে যাই!

পান্থগণ। ছুঁয়ো না ছুঁয়োনা ওরে—
কে গো তুমি, জাননাকি অনাচারী রঘু—
তাহারি দুহিতা ওযে!

বৃদ্ধা। ছিছিছি, কি ঘৃণা!

প্রস্থান।

(দেবী মন্দিরের কাছে গিয়া।)

বালিকা। জগত-জননী মাগো, তুমিও কি মোরে
নেবে না? তুমিও কি মা ত্যেজিবে অনাথে?
ঘৃণায় সবাই যারে দেয় দূর ক'রে
সে কি মা তোমারো কোলে পায় না আশ্রয়!

মন্দির রক্ষক। দূর হ! দূর হ' তুই অনার্য্যা অশুচি!
কি সাহসে এসেছিস্ মন্দিরের মাঝে!
(সভয়ে মন্দিরের বাহিরে আগমন।)

বা। মাগো মা, পারিনে আর, আরত সহেনা।
ওগো তোরা কেউ মোরে কাছেতে ডেকেনে।

জননী ও দুহিতার প্রবেশ।

জ। আরতীর বেলা হল, আয় বাছা আয়—
আয় রে আয় রে মোর বুক-চেরা ধন।
মন্দিরের দীপ হতে কাজল পরাব
অকল্যান যত কিছু যাবে দূর হয়ে।

কন্যা। ও কেও মা!

অ। ও কেউ না, সরে আয় বাছা।

(প্রস্থান।)

বা। এ কি কেউ না মা! এ কি নিতান্ত অনাথা!
এর কি মা ছিল না গো! ওমা, কোথা তুমি!
ওম্নি কোরে হাতে ধরে মায়ের আদরে
কেহ এরে কাছে ক'রে নিয়ে যাবে না কি!

দুই বালিকার প্রবেশ।

১। এরি মধ্যে সন্ধে হল, সাঙ্গ হল খেলা!
চল্ ভাই ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে যাই!
কাল যাব—ভোরে ভোরে আনিব উঠায়ে
আরেক নতুন খেলা কাল খেলা যাবে।

(প্রস্থান।)

বা। (নিশ্বাস ফেলিয়া)
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে মোর, যাই ফিরে যাই।
(সন্ন্যাসীকে দেখিয়া) প্রভু কাছে যাব আমি?

স। এস বৎসে, এস!

বা। অনার্য্যা অশুচি আমি!

স। (হাসিয়া) সকলেই তাই!
সেই শুচি ধুয়েছে যে সংসারের ধূলা।
দূরে দাঁড়াইয়া কেন! ভয় নাই বাছা!

বা। (চমকিয়া) ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, আমি রঘুর দুহিতা!

স। নাম কি তোমার বৎসে?

বা। কেমনে বলিব!

কে আমারে নাম ধ'রে ডাকিবে প্রভুগো

বাল্যে পিতৃ মাতৃ হীনা আমি!

স। বস হেথা।

বা। (কাঁদিয়া উঠিয়া)

প্রভু, প্রভু, দয়াময়, তুমি পিতা মাতা,

একবার কাছে তুমি ডেকেছ যথন

আর মোরে দূর ক'রে দিয়ো না কখনো!

জন্মাবধি ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে থাকি

কেহ যে কাছেতে মোরে কখনো ডাকেনি।

স। মুছ অশ্রুজল বৎসে, আমি যে সন্যাসী।

নাইক কাহারো পরে ঘৃণা অনুরাগ।

যে আসে আসুক্ কাছে, যায় যাক্ দূরে

জেনো বৎসে মোর কাছে সকলি সমান!

বা। আমি প্রভু, দেব নর সবারি তাড়িত,

মোর কেহ নাই——

স। আমারোত কেহ নাই!

দেবনর সকলেরে দিয়েছি তাড়ায়ে!

বা। তোমার কি মাতা নাই?

স। নাই।

বা। পিতা নাই ?

স। নাই বৎসে।

বা। সখা কেহ নাই ?

স। কেহ নাই !

বা। আহা তুমিও কি দুঃখী আমারি মতন !
আমি তবে কাছে রব, ত্যেজিবেনা মোরে ?

স। তুমি না ত্যেজিলে মোরে আমি ত্যেজিব না।

বা। যখন সবাই এসে কহিবে তোমারে—
রঘুর দুহিতা, ওরে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না,
অনার্য্য অশুচি ওযে ম্লেচ্ছ ধর্ম্মহীন—
তখনো কি ত্যজিবে না ? রাখিবে কি কাছে ?

স। ভয় নাই—চল্ বৎসে তোর গৃহ যেথা।

প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথপার্শ্বে।

বালিকার ভগ্ন কুটীরে।

বা। পিতা!

স। আহা পিতা ব'লে কে ডাকিলি ওরে!
সহসা শুনিয়া যেন চমকি উঠিনু।

বা। কি শিক্ষা দিতেছ প্রভু বুঝিতে পারিনে!
শুধু বোলে দাও মোরে আশ্রয় কোথায়।
কে আমারে ডেকে নেবে, কাছে ক'রে নেবে,
মুখ তুলে মুখ পানে কে চাহিবে মোর!

স। আশ্রয় কোথায় পাবি এ সংসার মাঝে!
এ জগৎ অন্ধকার প্রকাণ্ড গহ্বর—
আশ্রয় আশ্রয় ব'লে শত লক্ষ প্রাণী
বিকট গ্রাসের মাঝে ধেয়ে পড়ে গিয়া
বিশাল জঠর কুণ্ডে কোথা পায় লোপ!
মিথ্যা রাক্ষসীরা মিলে বাঁধিয়াছে হাট,
মধুর দুর্ভিক্ষ রাশি রেখেছে সাজায়ে,
তাই চারিদিক হতে আসিছে অতিথি,
যত খায় ক্ষুধা জ্বলে, বাড়ে অভিলাষ,

অবশেষে সাধ যায় রাক্ষসের মত
জগৎ মুঠায় ক'রে মুখেতে পূরিতে!
হেথা হতে চলে আয়—চলে আয় তোরা!

বা। এখানে ত সকলেই সুখে আছে পিতা!
বিমলারে কোলে নিয়ে বিমলার মা
প্রতিদিন সকালেতে আঙ্গিনায় ব'সে
কপালেতে টিপ দিয়ে সাজাইয়ে দেয়!
পাড়া থেকে আসে সুশী মণি সুহাসিনী
গাছের তলায় ব'সে কত খেলা করে!
সন্ধে হলে মা তাদের ডেকে নিয়ে যায়!
শশীতে বালাতে ব'সে কত গল্প করে—
দূরেতে দাঁড়িয়ে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি!

স। হায় হায় ইহাদের বুঝাব কেমনে!
সুখ দুঃখ সেত বাছা জগতের পীড়া!
জগৎ জীবন্ত মৃত্যু—অনন্ত যন্ত্রনা;
মরণ মরিতে চায় মরিছে না তবু
চিরদিন মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া!
জগৎ মৃত্যুর নদী চিরকাল ধ'রে
পড়িছে সমুদ্র মাঝে ফুরায় না তবু—
প্রতি ঢেউ, প্রতি তৃণ, প্রতি জলকণা
কিছুই থাকেনা, তবু সে থাকে সমান।
বিশ্ব মহা মৃতদেহ তারি কীট তোরা

মরণেরে খেয়ে খেয়ে র'য়েছিস্ বেঁচে,
দুদণ্ড ফুরায়ে যাবে কিলিবিলি করি
আবার মৃতের মাঝে রহিবি মরিয়া!

বা। কি কথা বলিছ পিতা ভয় হয় শুনে!

(পথে একজন ভিক্ষুক পথিকের প্রবেশ।)

প। আশ্রয় কোথায় পাব? আশ্রয় কোথায়?

স। আশ্রয় কোথাও নাই—কে চাহে আশ্রয়?
আশ্রয় কেবল আছে আপনার মাঝে।
আমি ছাড়া যাহা কিছু সকলি সংশয়।
আপনারে খুঁজে লও, ধর তারে বুকে,
নহিলে ডুবিতে হবে সংশয় পাথারে।

প। আশ্রয় কে দেবে মোরে? আশ্রয় কোথায়?

বা। (বাহিরে আসিয়া)
আহা, কে গো, আসিবে কি এ মোর কুটীরে?
কাল প্রাতে চলে যেয়ো শ্রান্তি দূর ক'রে।
এক পাশে পর্ণশয্যা রেখেছি বিছায়ে,
এনে দেব ফলমূল, নির্ঝরের জল।

প। কে তুমি গো?

বা। তোমাদেরি একজন আমি!
আমারে কোরোনা ঘৃণা, আমিও অনাথ—
এইটুকু আছে শুধু কুটীরের ছায়া!

প। পিতার কি নাম তব ? কে তুমি বালিকা ?

বা। পরিচয় না পেলে কি আসিবে না ঘরে ?
তবে শুন পরিচয়—রঘু পিতা মম
অনার্য্যা অশুচি আমি, বিশ্বের ঘৃণিত!

প। (চমকিয়া) রঘুর দুহিতা তুমি ? সুখে থাক বাছা।
কাজ আছে অন্যত্তরে, ত্বরা যেতে হবে!

প্রস্থান।

বা। (সন্ন্যাসীর কাছে)
পিতা, তুমি—তুমি মোরে করিওনা ত্যাগ!
তুমি করিওনা ঘৃণা, তুমি কাছে রেখো!—
তুমি ছাড়া কারো কাছে আর যাইব না—
সবাই নিষ্ঠুর হেথা—সবাই কঠোর!
ওই শোন—ওই শোন—পথে কোলাহল!
ওই বুঝি আসিতেছে নগরের লোক!
যদি ওরা এসে পিতা, বলে কোন কথা!
শুনোনা সে সব কথা শুনোনা গো তুমি!

(একটা খাট মাথায় হাসিতে হাসিতে পথে
একদল লোকের প্রবেশ।)

সকলে মিলিয়া। হরি বোল্—হরি বোল্!

১। বেটা এখনো জাগ্‌লনারে!

২। বিষম ভারী!

একজন পথিক। কেহে, কাকে নিয়ে যাও!

৩। বিন্দে তাঁতি মড়ার মত ঘুমচ্ছিল, রেটাকে খাট শুদ্ধ উঠিয়ে এনেছি।

সকলে। হরি বোল্—হরি বোল্!

২। আর ভাই বইতে পারিনে একবার ঝাঁকা দাও, শালা জেগে উঠুক!

বিন্দে। (সহসা জাগিয়া উঠিয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ। উঁ উঁ।

৩। ওরে, শব্দ করে কেরে।

বিন্দে। ওগো, ওগো, একি! আমি কোথায় যাচ্চি!

সকলে (খাট নামাইয়া)।

চুপ কর্ বেটা!

২। শালা ম'রে গিয়েও কথা কয়!

৪। তুই যে মরেচিস্ রে! হাত পা গুলো সীদে করে চীৎ হয়ে পড়ে থাক্!

বিন্দে। আমি মরিনি, আমি ঘুমোচ্ছিলুম!

৫। মরিচিস্ তোর হুঁস্ নেই, তুই তর্ক করতে বস্লি! এম্নি বেটার বুদ্ধি বটে!

৬। ওর কথা শোন কেন! বিপদে পড়ে এখন মিথ্যে কথা বল্‌চে!

৭। মিছে দেরী কর কেন? ও কি আর কবুল করবে? চল ওকে পুড়িয়ে নিয়ে আসিগে!

বিন্দে। দোহাই বাবা আমি মরিনি! তোদের পায়ে পড়ি বাবা, আমি মরিনি!

১। আচ্ছা, আগে প্রমাণ কর্ তুই মরিস্‌নি!

বি। হাঁ, আমি প্রমাণ করে দেব, আমার মাগীর হাতে শাঁকা আছে দেখ্‌বে চল'!

২। না, তা'না, ওকে মার, দেখি ওর লাগে কি না!

৩। (মারিয়া) লাগ্‌চে?

বি। উঃ!

৪। এটা কেমন লাগ্‌ল?

বি। ও বাবা!

৫। এটা কেমন!

বি। তুমি আমার ধর্ম্ম বাপ! (সহসা ছুটিয়া পলায়ন ও হাসিতে হাসিতে সকলের অনুগমন)

স। আহা শ্রান্তদেহে বালা ঘুমিয়ে পড়েছে!
ভুলে গেছে সংসারের অনাদর জ্বালা।
কঠিন মাটিতে শুয়ে, শিরে হাত দিয়ে
ঘুমের মায়ের কোলে রয়েছে আরামে।

কিন্তু এ কি হল মোর! আজি এ কি হল!
কি যেন কুয়াশা সম আর্দ্র বাষ্প রাশি
বেড়ায় হৃদয়াকাশে উড়িয়া উড়িয়া!
প্রাণ যেন নুয়ে পড়ে পৃথিবীর পানে

জল ভারে অবনত মেঘের মতন!
যেন এই বালিকার ছোট হাত ছুটি
হৃদয়েরে অতি ধীরে করিছে বেষ্টন।
পালা, পালা, এই বেলা, পালা এই বেলা!
ঘুমিয়েছে, এই বেলা ওঠ্‌রে সন্যাসি!

পলায়ন! পলায়ন! ছিছি পলায়ন!
অবহেলা করি আমি বিশ্ব জগতেরে
বালিকা দেখিয়া শেষে পালাইতে হবে!
কখন না! পালাব না! রহিব এমনি!
প্রকৃতি, এই কি তোর মায়া ফাঁদ যত!
এ উর্ণা জালে ত শুধু পতঙ্গেরা পড়ে!

বা। (চমকিয়া জাগিয়া)
প্রভু চলে গেছ তুমি! গেছ কি ফেলিয়া!

স। কেন যাব? কার্ ভয়ে পলাইব আমি!
ছায়ার মতন তোরে রাখিব কাছেতে,
তবুও রহিব আমি দূর হতে দূরে!

বা। ওই শোন, রাজপথে মহা কোলাহল!

স। কোলাহল মাঝে আমি রচিব নির্জ্জন,
নগরে পথের মাঝে তপোবন মোর,
পাতিব প্রলয়াসন সৃষ্টির হৃদয়ে!

(এক দল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রবেশ।)

১ম স্ত্রী। (কোন পুরুষের প্রতি) যাও, যাও, আর মুখের ভালবাসা দেখাতে হবে না!

পু। কেন, কি অপরাধ কর্‌লুম!

স্ত্রী। জানিগো জানি, তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের পাষাণ প্রাণ!

পু। আচ্ছা, আমাদের পাষাণ প্রাণই যদি হবে, তবে ফুল শরকে কেন ডরাই? (অন্য সকলের প্রতি) কি বল ভাই! যদি পাষাণই হবে তবে কি আর ফুল শরের আচড় লাগে!

১। বাহ বা, বেশ বলেছ!

২। সাবাস্‌, খুড়ো, সাবাস্‌!

৩। (স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন! এখন জবাব দাও!

পু। না, তাই বল্‌চি! তোমরা ত দশ জন আছ, তোমরাই বিচার করে বলনা কেন, যদি পাষাণ প্রাণই হবে, তবে—

৪। ঠিক কথা বলেছ! তুমি না হলে আমাদের মুখ রক্ষা কর্‌ত কে!

৫। খুড়ো এক একটা কথা বড় সরেশ বলে!

৬। হাঁঃ আমিও অমন বল্‌তে পার্‌তুম! ও কি আর নিজে বলে! কোন্‌ এক পুঁথি থেকে পড়ে বল্‌চে!

আর এক জন আসিয়া। কিহে কি কথাটা হচ্চে! কি কথাটা হচ্চে!

সেই ব্যক্তি। শোন, তোমায় বুঝিয়ে বলি! এই উনি বল্‌ছিলেন, তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের পাষাণ প্রাণ—তাইতে আমি বল্লেম, আচ্ছা যদি পাষাণ প্রাণই হবে, তবে ফুল শরের আঁচড় লাগ্‌বে কি ক'রে! বুঝেছ ভাব খানা! অর্থাৎ যদি——

৭। আমাকে আর বোঝাতে হবে না দাদা! আমি আর বুঝিনি! আজ বাইশ বৎসর ধ'রে আমি নিজ্ সহরে গুড়ের কারবার করে আস্‌চি আর একটা মানে বুঝ্‌তে পার্‌ব না এ কোন্ কথা!

সেই ব্যক্তি। (স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন, এখন একটা জবাব দাও!

(সকল স্ত্রীলোকে মিলিয়া গান)

ভৈরবি খেম্‌টা।

কথা কোন্‌নে লো রাই শ্যামের বড়াই বড় বেড়েছে!
কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে!,
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি, শুধু হাসে মধুর হাসি,
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে!

(এক জন পুরুষের গান)

রামপ্রসাদী সুর।

প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে,
রাঙ্গা চরণ তলে নেচে নেচে !
টিপ্‌টিপিয়ে যেতেম মারা, মাথা খুঁড়ে হতেম সারা,
কানের কাছে কচ্‌কচিয়ে মানটি তোমার নিতেম যেচে।

১। বাহবা দাদা! বেশ গেয়েছ!
২। বেশ, বেশ, সাবাস!
৬। আরে দূর, ওকে কি আর গান বলে! গাইত বটে নিতাই; যে হাঁ, শুনে চক্ষু দিয়ে অশ্রু পড়্‌ত!

স্ত্রীলোকদের গান।

মোহিনী।

আজ তোমায় ধর্‌ব চাঁদ আঁচল পেতে,
জাগ্‌ব বাসর আজি তোমার সাথে।
কুমুদিনী বনে রাখ্‌ব ধ'রে এনে
বাঁধ্‌ব মৃণাল দিয়ে দিব না যেতে!
কলঙ্কটি তব পরাগে ঢাকিব,
জ্যোৎস্না বিছায়ে দেব বিধি মতে,
ভ্রমরে শিখাইব হুলু দিতে।

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

গুহা দ্বারে।

বা। না পিতা ও-সব কথা বোলোনা আমারে,
শুনে ভয় করে শুধু বুঝিতে পারিনে !

স। তবে থাক্, তবে তুই কাছে আয় মোর,
দেখি তোর অতি মৃদু স্পর্শ সুকোমল !
আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন,
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে !
কি এক অদৃশ্য তরে জনমে আগ্রহ—
বর্ত্তমান ফেলে রেখে কোথা চলে যাই
অতীত কি ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিনে !
স্মরণের পরপারে যাহা প'ড়ে আছে
তারে যেন অবিশ্রাম পাইবার আশা,
দেশ কাল বাহিরেতে কি যেন রয়েছে
সে যেন রে সেথা হতে ডাকিছে কেবল
তোর স্পর্শে তারি স্বর শুনিবারে পাই !
এরেইত ধ্যান বলে, ধ্যান আর কিবা !
অদৃশ্যের তরে শুধু প্রাণের আগ্রহ !—

কে জানে বুঝিতে নারি, হতেছে সংশয় !
কে জানে এ কি এ ভাব—সকলি নূতন !—

এ কি মায়া ? এ কি স্বপ্ন ? এ কি মোহ ঘোর ;—
জগৎ কি মায়া করে ছায়া হ'য়ে গিয়ে
করিছে প্রাণের কাছে অনন্তের ভাণ ?
কাজ নেই—কাজ নেই—দূরে থাকা ভাল—
এ সব কিছুই আমি বুঝিতে পারিনে।
(দূরে সরিয়া) বালিকা, এ সব কথা না শুনিবি যদি
সন্ন্যাসীর কাছে তবে এলি কি আশায় ?

বা। আমি শুধু কাছে কাছে রহিব তোমার,
মুখপানে চেয়ে রব বসি পদতলে।
নগরের পথে যবে হইবে বাহির
ওই হাত ধ'রে আমি যাব' সাথে সাথে।
আমারে ও-সব কথা বলিও না কিছু !

স। পিঞ্জরের ছোট পাখী আহা ক্ষীণ অতি,
এরে কেন নিয়ে যাই অনন্তের মাঝে !
ডানা দিয়ে মুখ ঢেকে ভয়ে হল সারা,
আমার বুকের কাছে লুকাইতে চায় !
আহা, তবে নেবে আয় ! থাক্ মুখ ঢেকে !
বুকের মাঝেতে তবে থাক্ লুকাইয়া।

এ কি স্নেহ ? আমি কিরে স্নেহ করি এরে ?
না না ! স্নেহ কোথা মোর ! কোথা দ্বেষ ঘৃণা !

কাছে যদি আসে কেহ তাড়াবনা তারে,
দূরে যদি থাকে কেহ ডাকিব না কাছে !

(প্রকাশ্যে) বাছা, এ আঁধারে তুই কেমনে রহিবি ?
তোরা সব ছোট ছোট আলোকের প্রাণী !
কুটীর রয়েছে তোর নগরের মাঝে,
সেথা পশে সূর্য্যকর, পূর্ণিমার আলো,
সেথা আছে লোক জন, গাছপালা পাখী ;
হেথায় কে আছে তোর !

বা। তুমি আছ পিতা !
যে স্নেহ দিয়েছ তুমি তাই নিয়ে রব'।

স। (হাসিয়া স্বগত)
বালিকা কি মনে করে স্নেহ করি ওরে ?
হায় হায় এ কি ভ্রম ! জানে না সরলা
নিষ্কলঙ্ক এ হৃদয় স্নেহ-রেখাহীন !
তাই মনে ক'রে যদি সুখে থাকে, থাক্ !
মোহ নিয়ে ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকে এরা
না হয় আরেক ভ্রম করুক্ পোষণ !
(প্রকাশ্যে) বালিকা, ধেয়ানে মগ্ন রব' সারাদিন,
তখন কেমনে তুই কাটাবি সময় !

বা। এইখেনে ব'সে রব গুহার দুয়ারে।
এই যে উঠিছে লতা শিলার ফাটলে,

একাকিনী, এরো কেউ সঙ্গী নাই হেথা,
এরে নিয়ে সারাদিন কাটাইব সুখে!
এরা ত আমারে দেখে স'রে যায় নাকো!
কচি কচি হাতগুলি বাড়ায়ে বাড়ায়ে
কি যেন বুকের কাছে ধরিবারে চায়!
পারে না কহিতে কথা, বলিতে জানে না,
তাই যেন মুখ পানে চেয়ে থাকে এরা!
(কাছে গিয়া) ওরে, ওরে, কি বলিতে চাস্ তুই বল্।
আমরা দুজনে হেথা রব' সারাদিন।
স। আহা ছোট ছোট প্রাণ, বেশী নাহি চায়—
সুখে থাকে এই সব ছোট খাট নিয়ে!
(প্রকাশ্যে) যাই বৎসে, গুহা মাঝে করিগে প্রবেশ,
একবার বসি গিয়ে সমাধি আসনে।
বা। ফিরিবে কখন্ পিতা?
স। কেমনে বলিব
ধ্যানে মগ্ন নাহি থাকে সময়ের জ্ঞান!

প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অপরাহ্ণ।

গুহা দ্বারে।

বালিকা। (লতার প্রতি)

ওই সন্ধে হয়ে এল, চলে গেল বেলা!
ঘুমো, তুই ঘুমো, ওরে রূপসী আমার!
ছোট ছোট পাতাগুলি মুদিয়া আরামে
আয় রে বুকেতে মোর, ঘুমো তুই ঘুমো!
আয় তোরে চুমি খাই, শত চুমি খাই,
কচি মুখ খানি তোর রাখি মোর মুখে!
আয়, তোরে দোলা দিই, দোলা দিই ধীরে,
ঘুম পাড়াবার গান গাই কানে কানে!

গৌড় সারং একতালা।

(ধীরে ধীরে গান) আয়রে আয়রে সাঁঝের বা,
লতাটিরে দুলিয়ে যা,
ফুলের গন্ধ দেব তোরে
আঁচলটি তোর ভোরে ভোরে!
আয়রে আয়রে মধুকর
ডানা দিয়ে বাতাস কর,

ভোরের বেলা গুন্‌গুনিয়ে
ফুলের মধু যাবি নিয়ে।
আয়রে চাঁদের আলো আয়,
হাত বুলিয়ে দে রে গায়,
পাতার কোলে মাথা থুয়ে
ঘুমিয়ে পড়্‌বি শুয়ে শুয়ে!
পাখীরে, তুই কোস্‌নে কথা,
ঐ যে ঘুমিয়ে প'ল লতা!

সন্যাসীর প্রবেশ।

বা। এলে তুমি এতক্ষণে, বসে আছি হেথা,
পিতা, আমি তোমা তরে গিয়েছিনু বনে,
এনেছি আঁচল ভোরে ফল ফুল তুলে।
দেখ চেয়ে কি সুন্দর রাঙা দুটি ফুল!

স। (হাসিয়া) দিতে চাস্‌ যদি বাছা, দে তবে যা' খুসী।
মোর কাছে কিছু নাই সুন্দর কুৎসিৎ।
এক মুঠা ফুল যদি ভাল লাগে তোরে
এক মুঠা ধূলা সেও কি করিল দোষ!
ভাল মন্দ কেন লাগে? সবি অর্থহীন!
আজ বৎসে, সারাদিন কাটালি কি ক'রে?

বা। ওই দেখ—চুপি চুপি এস এই দিকে।
সারাদিন মোর সাথে খেলা ক'রে ক'রে

সাঁঝেতে লতাটি মোর ঘুমিয়ে পড়েছে!
নুইয়ে পড়েছে ভুঁয়ে কচি ডাল গুলি,
পাতাগুলি মুদে গেছে জড়াজড়ি ক'রে!
এস পিতা, এই খেনে বস এর কাছে—
ধীরে ধীরে গায়ে দাও হাতটি বুলিয়ে!

স। (স্বগত) একিরে মদিরা আমি করিতেছি পান!
এ কি মধু-অচেতনা পশিছে হৃদয়ে!
এ কিরে স্বপন ঘোরে ছাইছে নয়ন!
আবেশে পরাণে আসে গোধূলি ঘনায়ে।
পড়িছে জ্ঞানের চোখে মেঘ আবরণ!
ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া
কেনরে আমারে যেন আচ্ছন্ন করিছে!

(সহসা ফুল ফল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ভূমিতে পদাঘাত করিয়া)

দূর হোক্—এ সকল কিছু ভাল নয়—
বালিকা, বালিকা, তোর এ কি ছেলেখেলা!
আমি যে সন্যাসী যোগী মুক্ত নির্ব্বিকার
সংসারের গ্রন্থিহীন, স্বাধীন সবল,
এ ধূলায় ঢাকিবি কি আমার নয়ন?

(কিয়ৎক্ষণ থামিয়া)

বাছারে, অমন ক'রে চাহিয়া কেনরে!
কেনরে নয়ন দুটি করে ছল ছল!

জানিস্‌নে তুই মোরা সন্যাসী বিরাগী,
আমাদের এ সকল ভাল নাহি লাগে!

বা। (লতার প্রতি) আমি তোরে তিরস্কার করিব না কভু!
আমি তোর কাছে রব, কথা শুনাইব।
কেনরে মোদের কেহ ভাল নাহি বাসে!

স। ছিছি, জনমিল প্রাণে একি এ বিকার!
সহসা কেন রে এত করিল চঞ্চল!
কোথা লুকাইয়াছিল হৃদয়ের মাঝে
ক্ষুদ্র রোষ, অগ্নিজিহ্ব নরকের কীট!
কোন্ অন্ধকার হ'তে উঠিল ফুঁসিয়া!
এত দিন অনাহারে এখনো মরেনি!
হৃদয়ে লুকান আছে এ কি বিভীষিকা!
কোথা যে কে আছে গুপ্ত কিছু ত জানিনে!
হৃদয়-শ্মশান মাঝে মৃত প্রাণী যত
প্রাণ পেয়ে নাচিতেছে কঙ্কালের নাচ!
কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে রহি আমি আর!

ছিছি, ক্ষুদ্র বালিকারে তিরস্কার করা!

(প্রকাশ্যে) দাও বৎসে, এনে দাও ফল ফুল তব,
দেখাও, কোথায় বাছা লতাটি তোমার!—

না, না, আমি চলিলাম নগরে ভ্রমিতে!
ছদণ্ড বসিয়া থাক, আসিব এখনি!

(প্রস্থান)

বা। কেন মোরে সকলেই ফেলে চলে যায়!
কে জানে মা কেন তুই এনেছিলি মোরে
কেন বা এদের কাছে ফেলে রেখে গেলি!

সপ্তম দৃশ্য।

পর্ব্বত শিখরে।

সন্যাসী।

পর্ব্বত-পথে দুই জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

গান।

খাম্বাজ।

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান করে থাকা আজ্ কি সাজে!
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চল চল কুঞ্জ মাঝে!
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু,
মুহু র্মুহু,
আজ, কাননে ঐ বাঁশি বাজে!
মান করে থাকা আজ্ কি সাজে!
আজ মধুরে মিশাবি মধু,
পরাণ বঁধু
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে!
মান করে থাকা আজ্ কি সাজে!

সন্যাসী। সহসা পড়িল চোখে এ কি মায়াঘোর,
জগতেরে কেন আজ মনোহর হেরি!
পশ্চিমে কনক সন্ধ্যা সমুদ্রের মাঝে
সুধীরে নীলের কোলে যেতেছে মিলায়ে;
নিম্নে বন-ভূমি মাঝে ঘনায় আঁধার,
সন্ধ্যার সুবর্ণ ছায়া উপরে পড়েছে;
চারিদিকে শান্তিময়ী স্তব্ধতার মাঝে
সিন্ধু শুধু গাহিতেছে অবিশ্রাম গান।
বামে দূরে দেখা যায় শৈল-পদতলে
শ্যামল তরুর মাঝে নগরের গৃহ।
কোলাহল থেমে গেছে, পথ জনহীন।
দীপ জ্ব'লে উঠিতেছে দুয়েকটি ক'রে;
সন্ধ্যার আরতি হয়, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে।

প্রকৃতি, এমন তোরে দেখি নি কখনো;
মিথ্যা ব'লে হীন ব'লে করিতাম ঘৃণা।
এমনি মধুর যদি মায়ামূর্ত্তি তোর
দূর হ'তে ব'সে ব'সে দেখি না চাহিয়া!
হেথায় বসি না কেন রাজার মতন,
জগতের রঙ্গভূমি সম্মুখে আমার!
আমি আজি প্রভু তোর, তুই দাসী মোর,
মায়াবিনী দেখা তোর মায়া-অভিনয়!

দেখা তোর জগতের মহা ইন্দ্রজাল!
খেলা কর্ সমুখেতে চন্দ্র সূর্য্য নিয়ে!
নীলাকাশ রাজছত্র ধর্ মোর শিরে,
সমস্ত জগৎ দিয়ে কর্ মোরে পূজা!
উঠুক্‌রে দিবানিশি সপ্ত লোক হতে
বিচিত্র রাগিণীময়ী মায়াময়ী গাথা!

আর এক দল পথিকের
প্রবেশ।

গান।

পূরবী।

মরিলো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
ভেবেছিলেম ঘরে রব কোথাও যাব না,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বল কি করি!
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনা তীরে,
সাঁজের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে,
ওগো তোরা জানিস্ যদি (আমায়) পথ ব'লে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

দেখিগে তার মুখের হাসি,
(তারে) ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
(তারে) ব'লে আসি তোমার বাঁশি
(আমার) প্রাণে বেজেছে!
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

স। জগৎ সম্মুখে মোর সমুদ্রের মত,
আমি তীরে ব'সে আছি পর্ব্বত শিখরে,
তরঙ্গেতে গ্রহতারা হতেছে আকুল,
ভাসিতেছে কোটি প্রাণী জীর্ণ কাষ্ঠ ধরি।
আমি শুধু শুনিতেছি কলধ্বনি তার,
আমি শুধু দেখিতেছি তরঙ্গের খেলা।
কিরণ-কুন্তল-জাল এলায়ে চৌদিকে
রুদ্র তালে নৃত্য করে ঐ মহা প্রকৃতি।
আলোক, আঁধার ছায়া, জীবন, মরণ,
রাত্রি, দিন, আশা, ভয়, উত্থান, পতন,
এ কেবল তালে তালে পদক্ষেপ তার।
শত গ্রহ, শত তারা, শত কোটি প্রাণী
প্রতি পদক্ষেপে তার জন্মিছে মরিছে।
আমি ত ওদের মাঝে কেহ নই আর
তবে কেন এই নৃত্য দেখি না বসিয়া!

এক জন পথিক।

গান।

কেদারা।

যোগি হে, কে তুমি হৃদি আসনে!
বিভূতি-ভূষিত শুভ্র দেহ,
নাচিছ দিক-বসনে।
মহা-আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশু-শশি হাসিয়া চায়,
জটাজূট ছায় গগনে।

(প্রস্থান।)

অষ্টম দৃশ্য।

গুহা দ্বারে।

সন্যাসীর প্রবেশ।

স। আয় তোরা, কাছে আয়, কে আসিবি আয়,
সকলি সুন্দর হেরি এ বিশ্ব জগতে!

বা। আমিও কি কাছে যাব! ডাক পিতা, ডাক,
ভয় যে করিছে আজি কাছে যেতে তব!
আমি যে অবোধ মেয়ে বুঝিতে পারিনে,
কি দোষ করিয়াছিনু বল বুঝাইয়া!

স। কিছু ভয় করিস্‌নে, কোন দোষ নেই,—
আয় বাছা, কাছে আয়, দেখি তোর মুখ!
তোরে ফেলে আর কভু যাব না বালিকা।
ও কি মেয়ে, চোখে তোর অশ্রুবারি কেন?

বা। ও কিছুই নয়, পিতা, ও কিছুই নয়!
সাধ যায়, এই খেনে দুই দণ্ড ব'সে
পা দুখানি ধ'রে তব কাঁদি একবার।

স। (গুহার কাছে গিয়া)
এ কি অন্ধকার হেথা! এ কি বদ্ধ গুহা!
আয়, বাছা, মোরা দোঁহে বাহিরেতে যাই,
চাঁদের আলোতে গিয়ে বসি একবার।

কত দিন দেখি নাই চাঁদের কিরণ,
ছায়া ছায়া মনে পড়ে পূর্ণিমার রাত।

(বাহিরে আসিয়া)

বা। আহা চেয়ে দেখ, মোর লতাটির পরে
জোছনা পড়েছে এসে কত ভাল বেসে!

স। আহা এ কি সুমধুর! এ কি শান্তি সুধা!
প্রাণ যেন ঘুমঘোরে নয়ন মুদিয়া
শুভ্র বিরামের মাঝে মগ্ন হ'য়ে যায়!
কি আরামে গাছগুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে।
মনে সাধ যায় ওই তরু হ'য়ে গিয়ে
চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হ'য়ে থাকি।

বা। আহা কি সুখেতে আছে লতাটি আমার!
মোরা কেন এত সুখে পারি না থাকিতে!
একটু জোছনা পেলে কি আরাম পায়!
একটু বাতাস পেলে দুলে দুলে নাচে,
পাতাগুলি শিহরিয়া কাঁপে ঝুরু ঝুরু।
আরেকটি লতা হয়ে ওরি পাশে শুয়ে
ডালে ডালে জড়াইয়ে ঘুমাইতে চাই।

স। ধীরে ধীরে কত কি যে মনে আসিতেছে!
স্বপনে স্বপনে যেন কোলাকুলি করে,
ভেসে যায় ছায়াগুলি ধরা নাহি দেয়।
অতীতের অতি দূর ফুলবন হতে

বায়ু যেন ব'হে আসে নিশ্বাসের মত,
সাথে লয়ে পল্লবের মর্ম্মর বিলাপ,
মিলিত জড়িত শত পুষ্প গন্ধ ল'য়ে।
এমনি জোছনা রাত্রে কোন্ থানে ছিনু!
কা'রা যেন চারি পাশে ব'সে ছিল মোর!
তোরি মত দুয়েকটি মধুমাখা মুখ
চাঁদের আলোতে মিশে পড়িতেছে মনে।
আর নারে—আর নারে—আর ফিরিব না!
তোদের অনেক দূরে ফেলিয়া এসেছি!
অনন্তের পারাবারে ভাসায়েছি তরী,—
মাঝে মাঝে অতি দূরে রেখা দেখা যায়
তোদের সে মেঘময় মায়াদ্বীপ গুলি।
সেথা হতে কা'রা তোরা বাঁশিটি বাজায়ে
আজিও ডাকিস্ মোরে! আমি ফিরিব না!
বন্দী করে রেখেছিলি মায়ামুগ্ধ করে,
পালায়ে এসেছি আমি, হয়েছি স্বাধীন।
তীরে ব'সে গা' তোদের মায়াগান গুলি
অনন্তের পানে আমি চলেছি ভাসিয়া।
বাছা, তুই কাছে আয়, দেখি তোরে আমি,
মুখেতে প'ড়েছে তোর চাঁদের কিরণ।

বা। (কাছে আসিয়া)
গান পড়িতেছে মনে গাই ব'সে পিতা।

বেহাগ।

(গান) মেঘেরা চ'লে চ'লে যায়,
চাঁদেরে ডাকে "আয় আয়"
ঘুম ঘোরে বলে চাঁদ, কোথায়—কোথায়!
না জানি কোথা চলিয়াছে!
কি জানি কি যে সেথা আছে!
আকাশের মাঝে চাঁদ চারিদিকে চায়!
সুদূরে—অতি—অতি দূরে,
বুঝিরে কোন্ সুর পুরে
তারা গুলি ঘিরে ব'সে বাঁশরী বাজায়!
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি ক'রে যায়!

স। এ কিরে, চলেছি কোথা! এসেছি কোথায়!
বুঝি আর আপনারে পারিনে রাখিতে!
বুঝি মরি, ডুবি, বুঝি লুপ্ত হয়ে যাই!—
ওরে কোন্ অতলেতে যেতেছি তলায়ে!
সর্ব্বাঙ্গে চাপিছে ভার, আঁখি মুদে আসে!
চৌদিকে কি যেন তোরে আসিছে ঘিরিয়া!
কোথায় রাখিলি তোর পালাবার পথ!
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেরে যেতেছিস্ চলি,

সহসা চরণে কোথা লাগিবে আঘাত
বিনাশের মাঝখানে উঠিবি জাগিয়া!
এখনি ছিঁড়িয়া ফেল্ স্বপনের মায়া!
যে জন ভাঙ্গিতে চাহে আপনার বলে
জন্ম মরণের অতি ঘোর কারাগার—
একটু চাঁদের আলো, দুয়েকটি স্মৃতি
ছায়া দিয়ে মায়া দিয়ে ঘেরিছে তাহারে,
তাই কি সে চারিদিকে হেরিছে আঁধার,
ভাঙ্গিতে নারিবে বুঝি বাষ্পের প্রাচীর!
চল্ তোর নিজ রাজ্যে অনন্ত আঁধারে
শত চন্দ্র সূর্য্য সেথা ডুবে নিভে যাবে!
ক্ষুদ্র এ আলোতে এসে হনু দিশেহারা,
আঁধার দেয় না কভু পথ ভুলাইয়া!

নবম দৃশ্য।

গুহায়।

সন্ন্যাসী।

আহা, এ কি শান্তি! এ কি গভীর বিরাম!
অন্তর বাহির যাবে, যাবে দেশ কাল—
"আছি" মাত্র রবে শুধু আর কিছু নয়!
মিথ্যা কথা! কে বলেরে জগৎ সুন্দর!
বীভৎস শ্মশান সেত বিভীষিকাময়!
উঠিছে চিতার ধূম, বাষ্প মড়কের,
উঠিছে বিলাপ ধ্বনি, উড়িতেছে ধূলা,
উড়িতেছে ভস্মরাশি, কাঁদিছে শৃগাল।
মৃত্যুময় জগতের প্রতি পরমাণু
অবিশ্রাম ফেলিতেছে মুমূর্ষু নিঃশ্বাস!
তারি মাঝে প্রাণীগণ ঘুরিছে ফিরিছে—
করিতেছে গণ্ডগোল, প্রলাপ, চীৎকার,
দীন হীন ক্ষীণ ভীত সংশয়ে অধীর,
রোগে শীর্ণ শোকে জীর্ণ ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর!
কেহ বা ধূমের মাঝে চিতার আলোকে
উন্মাদ প্রমোদ ভরে নৃত্য করিতেছে,
কঙ্কালেরা করতালি দিতেছে সঘনে,

হাসিতেছে অট্টহাসি, জাগিছে নিশীথ!
রবি শশি রক্ত নেত্রে দীপ হাতে করি
গণিতেছে অহরহ কঙ্কালের মালা!
হৃদয়-শোণিত মাঝে মায়া-বিষ ঢেলে
প্রাণেরে পাগল করে দেয় যে প্রকৃতি,
শ্মশানেরে স্বর্গ বলে ভ্রম হয় তাই;
মৃত্যুরে দেখায় যেন জীবনের মত!
আগ্রহে অধীর হয়ে পাগলেরা মিলে
আপনার চারিদিকে মৃত্যু রাশ করি
জীবনেরে তারি মাঝে ফেলিছে পুঁতিয়া।
নিশ্বাস ফেলিতে সেথা স্থান কোথা নাই—
পদে পদে প'ড়ে যাই গুহা গহ্বরে!

এও যদি ভাল লাগে সে কি মহামায়া!
প্রকৃতি, সে মায়ানেশা ছুটে গেছে মোর!
ছিছি তোর কাছে আর যাব না কখনো—
সৌন্দর্য্য আমাতে আছে, তোর কাছে নাই!

(দীপ হস্তে বালিকার প্রবেশ।)

বা। দুই দিন দুই রাত্রি চলে গেছে পিতা
গুহার দুয়ারে আমি বসিয়া র'য়েছি,
তাই আজ একবার এসেছি দেখিতে!

একটিও জনপ্রাণী আসেনি হেথায়,
দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি গিয়েছে কাটিয়া,
কেন হেথা অন্ধকারে একা ব'সে আছ!
কতক্ষণ ব'সে ব'সে শুনিনু সহসা
তুমি যেন স্নেহবাক্যে ডাকিছ আমারে!
নিতান্ত একেলা তুমি রয়েছ যে পিতা
তাই আর পারিনু না, আসিলাম কাছে।
ও কি প্রভু, কথা কেন কহিছ না তুমি!
ও কি ভাবে চেয়ে আছ মোর মুখ পানে?
ভাল লাগিছে না পিতা? যাব তবে চ'লে?
না না, এলি যদি, তবে যাস্‌নে চলিয়া!
আমি ত ডাকিনি তোরে, নিজে এসেছিস্!
একটুকু দাঁড়া, তোরে দেখি ভাল কোরে!
সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,
সহসা জগৎ হতে কে তোরে পাঠালে?
সেথা হতে সাথে করে কেন নিয়ে এলি
দিবালোক পুষ্পগন্ধ স্নিগ্ধ সমীরণ!
কিবা তোর সুধাকণ্ঠ, স্নেহমাখা স্বর!
মরি কি অমিয়াময়ী লাবণ্য প্রতিমা!
সরলতাময় তোর মুখখানি দেখে
জগতের পরে মোর হতেছে বিশ্বাস!
তুই কিরে মিথ্যা মায়া! দু দণ্ডের ভ্রম!

এত স্নেহ, এত সুধা, এ কি কিছু নয়!
জগতের গাছে তুই ফুটেছিস্ ফুল
জগৎ কি তোরি মত এত সত্য হবে!
চল্ বাছা, গুহা হতে বাহিরেতে যাই!
সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ,
সমুদ্রের পর পারে আমি ব'সে আছি;
মাঝেতে রহিলি তুই সোণার তরণী—
জগত-অতীত এই পারাবার হতে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে!

(প্রস্থান।)

———

দশম দৃশ্য।

গুহার বাহিরে।

স। আহা এ কি চারিদিকে প্রভাত বিকাশ।
এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে,
মিথ্যা হয়ে প্রকাশিছে আমাদের চোখে!
জগৎ অদৃশ্য সত্য, অরূপ অব্যয়,
অক্ষর আকারে শুধু লিখিত রয়েছে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।
যাহা কিছু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে!
বড় ছোট কিছু নাই, সকলি মহৎ।
আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!
সীমা ত কোথাও নাই—সীমা সেত ভ্রম।
ভাল ক'রে পড়িব এ জগতের লেখা,
শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘৃণা।
লোক হতে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া,

ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার!
বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে!
আঁখি মেলি চারিদিকে করিব ভ্রমণ
ভালবেসে চাহিব এ জগতের পানে
তবে ত দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার।

(দুইজন পথিকের প্রবেশ।)

১। আর কতদূরে যাবি, ফিরে যা রে ভাই!
আয় ভাই এইখেনে কোলাকুলি করি!
২। কে জানে আবার কবে দেখা হবে ফিরে।
১। আবার আসিব ফিরে যত শীঘ্র পারি।
২। যাবে যদি, একবার দাঁড়াও হেথায়।
একবার ফিরে চাও নগরের পানে।
ওই দেখ দূরে ওই গৃহটি তোমার,
চারিদিকে রহিয়াছে লতিকার বেড়া,
ওই সে অশোক গাছ বামে উঠিয়াছে,
ওই তরুতলে ব'সে আমরা দুজনে
কত রাত্রি জোছনাতে কথা কহিয়াছি;—
ওই নগরের পথ, ওই পথে পথে
বাল্যকালে কত মোরা করিয়াছি খেলা!
ওই সেই সরোবর—ওই সে মন্দির—
ওই দেখ দেখা যায় পাঠশালা গৃহ।

সবাই আনন্দে দেখ বেড়াইছে পথে—
আজ হতে মোর শুধু আনন্দ ফুরাল!

১। ও কি কথা!—থাম সখা—ও কথা বোলোনা—
দুদিনের এ বিরহ ত্বরায় ফুরাবে
আনন্দের মাঝে পুনঃ হইবে মিলন!

২। মনে যেন রেখো সখা সুদূর প্রবাসে,
পুরাতন এ বন্ধুরে ভুলিও না যেন!
বেলা হল—মিছেমিছি কি যে বকিতেছি!
যাও তবে, যাও সখা—বিদায়—বিদায়—
দেবতা রাখুন্ সুখে আর কি কহিব! প্রস্থান।

স। আহা যেতে যেতে দোঁহে চায় ফিরে ফিরে,
অশ্রুজলে ভাল করে দেখিতে না পায়!
বিপুল জগৎ মাঝে দিগন্তের পানে
সখা ওর কোথা গেল, কে জানে কোথায়!
এ কি সংশয়ের দেশে রয়েছি আমরা
চোখের আড়ালে হেথা সবি অনিশ্চয়!
বারেক যে কাছ হতে দূরে চলে গেল,
হয়ত সে কাছে ফিরে আর আসিবে না!
তাই সদা চোখে চোখে রেখে দিতে চাই,
তাই সদা টেনে নিই বুকের মাঝেতে।
কোথা কে অদৃশ্য হয় চারিদিক হতে

যাহা কিছু বাকী থাকে ভয়ে তাহাদের
আরো যেন দৃঢ় করে ধরি জড়াইয়া।
সবাই চলিয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন দিশে
অসীম জগতে মোরা কে কোথায় থাকি,
মাঝে লোক লোকান্তের ব্যবধান পড়ে!
তবু কি গলায় দিবি মোহের বন্ধন!
সুখ দুঃখ নিয়ে তবু করিবি কি খেলা!
যে রবে না তবু তারে রাখিবারে চাস্!
ওরে, আমি প্রতিদিন দেখিতেছি যেন,
কে আমারে অবিরত আনিতেছে টেনে!—
প্রতিদিন যেন আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া
জগত-চক্রের মাঝে যেতেছি পড়িতে—
চারিদিকে জড়াইছে অশ্রুর বাঁধন,
প্রতিদিন কমিতেছে চরণের বল!

যাক্ ছিঁড়ে! গেল ছিঁড়ে। চল্, ছুটে চল্!
চল্ দূরে—যত দূরে চলেরে চরণ!
কেও আসে অশ্রুনেত্রে শূন্য গুহা মাঝে,
কেওরে পশ্চাতে ডাকে পিতা পিতা বলে!—
ছিঁড়ে ফেল—ভেঙ্গে ফেল্ চরণের বাধা—
হেথা হতে চল্ ছুটে আর দেরী নয়!—

একাদশ দৃশ্য।

পথে।

সন্যাসী।

এসেছি অনেক দূরে—আর ভয় নাই— ।

পায়েতে জড়াল' লতা, ছিন্ন হয়ে গেল!
সেই মুখ বার বার জাগিতেছে মনে।
সে যেন করুণ মুখে মনের দুয়ারে
ব'সে ব'সে কাঁদিতেছে ডাকিতেছে সদা!
যতই রাখিতে চাই দুয়ার রুধিয়া—
কিছুতেই যাবে না সে ফিরে ফিরে আসে,
একটু মনের মাঝে স্থান পেতে চায়!
দূর হোক্—এইখেনে বসি একটুকু
নগরের কোলাহলে দেখি মন দিয়া!

(এক দল লোকের প্রবেশ।)

১। তুমি ও পথে কোথায় চলেছ ভাই! আমরা সবাই মেলা দেখ্‌তে যাচ্ছি—তুমিও এসনা!

২। হাঁঃ, মেলাতে আর দেখ্‌বার কি আছে!

৩। কেন ভাই, আজ সেখেনে বিস্তর লোক আস্‌চে!

২। লোক ত রোজই দেখ্‌চি, সে আর নতুন কি হল!

৪। আর, চারদিক থেকে জিনিষ পত্র ঢের আস্‌বে!

২। না হয়, একটা বড় হাটের মত বস্‌বে! তার বেশীত আর কিছু নয়!

৫। কেন, সন্ধেবেলায় আতস বাজি হবে, সে ত একটা দেখবার জিনিষ!

২। আতস বাজি ঘরে বসেই দেখ না কেন! রান্না-ঘরে বসে থাক, আগুনের ফুল্কি যখন উড়্‌তে থাক্‌বে, সেওত এক রকম ছোট খাট আতস বাজি!

৬। আবার অনেক গুলো বাজিকর আস্‌চে।

২। আমরাই বা কি কম বাজিকর! আমরা যে চলে ফিরে বেড়াচ্চি এও এক-রকম বাজি! সে না হয় আর একটু বেশী কিছু কর্‌বে!

১। (অপরের প্রতি) তুমি কোথায় যাচ্চ ভাই?

৭। আমি বিদেশী, আজ এখেনে এসেছি। শুনেছি এখেনে সমুদ্রের ধার বড় চমৎকার দেখ্‌বার জায়গা, তাই দেখ্‌তে চলেছি!

২। সেখেনে আর দেখ্‌বে কি? সমুদ্র আছে, পাহাড় আছে, একটা নদী আছে, আর গোটাকতক ঝাউগাছের বন আছে, আর ত কিছু নেই!

৬। আমারো মশায় গাছ পালা দেখে সুখ হয় না! এ জগতে মানুষ ছাড়া আর দেখ্‌বার কিছু নেই।

২। তাই বা কি! সচরাচর মানুষ যা' দেখা যায়, তারা ত বাঁদর, কেবল একটুখানি দেখ্‌তে ভাল!

৫। তাও বলা যায় না। রাগ কর্‌বেন না, চেহারার কথা যদি বলেন মশায়কে বাঁদর বল্লে বাঁদর গুলোকে গাল দেওয়া হয়!

২। কি কথাটা বল্লে আমি ঠিক বুঝতে পাল্লেম না— পরিষ্কার করে বল, তার পরে আমি উত্তর দেব! আমি যে উত্তর দিতে পারিনে তা বল্‌বার যো নেই।

৭। মশায়, আপনি কোথায় যাচ্চেন শুনি!

২। আজ মাধবশাস্ত্রী আর জনার্দ্দন পণ্ডিত সাংখ্যসূত্র নিয়ে বিচার কর্‌বেন, আমি তাই শুন্‌তে যাচ্চি।

(কথা কহিতে কহিতে সকলের প্রস্থান।)

স। নির্ভয়ে গা ঢেলে দিয়ে সংসারের স্রোতে
এরা সবে কি আরামে চলেছে ভাসিয়া!
যে যাহার কাজ করে, গৃহে ফিরে যায়,
ছোট ছোট সুখে দুঃখে দিন যায় কেটে!
আমি কেন দিবানিশি প্রাণপণ করে
যুঝিতেছি সংসারের স্রোত প্রতিকূলে!
পেরেছি কি এক তিল অগ্রসর হতে?
বিপরীতে মুখ শুধু ফিরাইয়া আছি,
উজানে যেতেছি ব'লে হইতেছে ভ্রম,

পশ্চাতে স্রোতের টানে যেতেছি ভাসিয়া,
সবাই চলেছে যেথা যেতেছি সেথাই!

দরিদ্র বালিকার প্রবেশ।

দ, বা। ওগো, দয়া কর মোরে আমি অনাথিনী!
স। (সহসা চমকিয়া উঠিয়া)
কেরে তুই? কেরে বাছা? কোথা হতে এলি?
অনাথিনী? তুইও কি তারি মত তবে?
তোরেও কি ফেলে কেউ গিয়েছে পলায়ে?
তারেই কি চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াস্?
বৎসে, কাছে আয় তুই—দেরে পরিচয়!
বা। ভিখারী বালিকা আমি, সন্যাসীঠাকুর,
অন্ধ বৃদ্ধ মাতা মোর রোগ শয্যাশায়ী—
আসিয়াছি একমুঠা ভিক্ষান্নের তরে!
স। আহা বৎসে, নিয়ে চল কুটীরেতে তোর।
রুগ্ন তোর জননীরে দেখে আসি আমি।

(প্রস্থান।)

(কতকগুলি সন্তান লইয়া একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ।)

স্ত্রী। দেখ্‌দেখি, মিশ্রদের বাড়ির ছেলেগুলি কেমন রিষ্টপুষ্ট! দেখ্‌লে দু'দণ্ড চেয়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে—আর

ওঁদের ছিরি দেখ না, যেন বৃষকাষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছেন, যেন সাতকুলে কেউ নেই, যেন সাতজন্মে খেতে পান না!

সন্তানগণ। তা' আমরা কি করব মা! আমাদের দোষ কি?

মা। বল্লেম, বলি, রোজ সকালে ভাল করে হলুদ মেখে তেল মেখে স্নান কর,—ধাত পোষ্টাই হবে, ছিরি ফিরবে, তা'ত কেউ শুনবে না! আহা ওদের দিকে চাইলে চোক জুড়িয়ে যায়—রং যেন দুধে আল্‌তায়—

স। আমাদের রং কাল তা আমরা কি করব?

মা। তোদের রং কাল কে বল্লে? তোদের রং মন্দ কি? তবে কেন ওদের মত দেখায় না? তোদেরও ত অমনি দেখ্‌তে!

(প্রস্থান।)

(সন্যাসীর প্রবেশ, একটি কন্যা লইয়া স্ত্রীলোকের প্রবেশ।)

স। কোথায় চলেছ বাছা!

স্ত্রী। প্রণাম ঠাকুর!
ঘরেতে যেতেছি মোরা।

স। সেথায় কে আছে?

স্ত্রী। শ্বাশুড়ি আছেন মোর, আছেন সোয়ামী,
শত্রু মুখে ছাই দিয়ে দুটি ছেলে আছে!

স। কি কাজে কাটাও দিন বল মোরে বাছা!

স্ত্রী। ঘরকন্না কাজ আছে, ছেলে পিলে আছে,
গোয়ালে তিনটি গরু তার করি সেবা,
বিকেলে চরকা কাটি মেয়েটিরে নিয়ে।

স। সুখেতে কি কাটে দিন? দুঃখ কিছু নেই?

স্ত্রী। দয়ার শরীর রাজা প্রজার মা বাপ,
কোন দুঃখ নেই প্রভু রামরাজ্যে থাকি!

স। এটি কি তোমারি মেয়ে বাছা!

স্ত্রী। হাঁ ঠাকুর!
(কন্যার প্রতি) যা নারে, প্রভুরে গিয়ে কর্ দণ্ডবৎ!

স। আয় বৎসে কাছে আয় কোলে করি তোরে!
আসিবিনে! তুই মোরে চিনেছিস্ বুঝি!
নিষ্ঠুর, কঠিন আমি পাষাণ হৃদয়,
আমারে বিশ্বাস ক'রে আসিস্‌নে কাছে!

ক। (মাকে টানিয়া) মা গো ঘরে চল!

স্ত্রী। তবে প্রণাম ঠাকুর!

স। যাও বাছা, সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি।

(স্ত্রীলোকের প্রস্থান।)

ব'সে ব'সে কি দেখি এ, এই কিরে সুখ!
লঘু সুখ লঘু আশা বাহিয়া বাহিয়া
সংসার-সাগরে এরা ভাসিয়া বেড়ায়,
তরঙ্গের নৃত্য সনে নৃত্য করিতেছে!

দু দিনেতে জীর্ণ হবে এ ক্ষুদ্র তরণী
আশ্রয়ের সাথে কোথা মজিবে পাথারে!
আমি ত পেয়েছি কূল অটল পর্ব্বত,
নিত্য যাহা তারি মাঝে করিতেছি বাস!
আবার কেন রে হোথা সন্তরণ সাধ!
ওই অশ্রু-সাগরের তরঙ্গ হিল্লোলে
আবার কি দিবানিশি উঠিবি পড়িবি!
(চক্ষু মুদিয়া) হৃদয়রে শান্ত হও, যাক্ সব দূরে!
যাক্ দূরে, যাক্ চ'লে মায়া মরীচিকা!
এস এস অন্ধকার, প্রলয় সমুদ্রে
তপ্ত দীপ্ত দগ্ধ প্রাণ দাও ডুবাইয়া!
অকূল স্তব্ধতা এস চারিদিকে ঘিরে
কোলাহলে কর্ণ মোর হয়েছে বধির!
গেল, সব ডুবে গেল, হইল বিলীন,
হৃদয়ের অগ্নিজ্বালা সব নিভে গেল!

বালিকার প্রবেশ।

বা। পিতা, পিতা, কোথা তুমি, পিতা!
স। (চমকিয়া) কেরে তুই!
চিনিনে, চিনিনে তোরে, কোথা হতে এলি!
বা। আমি, পিতা, চাওপিতা, দেখ পিতা, আমি!

স। চিনিনে, চিনিনে তোরে, ফিরে যা, ফিরে যা।
আমি কারো কেহ নই আমি যে স্বাধীন!
(চলিতে চলিতে।)

বা। (পায়ে পড়িয়া)
আমারে যেয়োনা ফেলে, পিতা পায়ে পড়ি—
আমারে যেয়োনা ফেলে, আমি নিরাশ্রয়—
শুধায়ে শুধায়ে সবে তোমারে খুঁজিয়া
বহু দূর হ'তে পিতা, এসেছি যে আমি!

স। (সহসা ফিরিয়া আসিয়া, বুকে টানিয়া)
আয় বাছা, বুকে আয়, ঢাল্ অশ্রুধারা,
ভেঙ্গে যাক্ এ পাষাণ তোর অশ্রুস্রোতে!
আর তোরে ফেলে আমি যাবনা বালিকা,
তোরে নিয়ে যাব আমি নূতন জগতে!
পদাঘাতে ভেঙ্গেছিনু জগৎ আমার—
ছোট এ বালিকা এর ছোট দুটি হাতে
আবার ভাঙ্গা জগৎ গড়িয়া তুলিল!
আহা, তোর মুখখানি শুকায়ে গিয়েছে,
চরণ দাঁড়াতে যেন পারিছে না আর!
অনিদ্রায়, অনাহারে, মধ্যাহ্ন তপনে
তিন দিবসের পথ কেমনে এলিরে!
আয় রে বালিকা তোরে বুকে করে নিয়ে
যেথা ছিনু ফিরে যাই সেই গুহা মাঝে!
(প্রস্থান।)

দ্বাদশ দৃশ্য।

গুহার দ্বারে।

সন্ন্যাসী।

এইখানে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল!
যে ধ্যানে অনন্তকাল মগ্ন হব ব'লে
আসন পাতিয়াছিনু বিশ্বের বাহিরে,
আরম্ভ না হতে হতে ভেঙ্গে গেল বুঝি!
তারি মুখ জাগে মনে সমাধিতে ব'সে,
তারি মুখ হৃদয়ের প্রলয় আঁধারে
সহসা তারার মত কোথা ফুটে ওঠে,
সেই দিকে আঁখি যেন বদ্ধ হয়ে থাকে,
ক্রমে ক্রমে অন্ধকার মিলাইয়া যায়,
জগতের দৃশ্য ধীরে ফুটে ফুটে ওঠে—
গাছপালা, সূর্য্যালোক, গৃহ, লোক জন,—
কোথা হতে জেগে ওঠে গুহার মাঝারে!
হৃদয়ে পড়িয়া যায় মহা কোলাহল,
অনন্তের শান্তি কোথা যায় ভেঙ্গে চুরে,—
গুহার আঁধারে যেন পারিনে থাকিতে,
আলোকে ভ্রমিতে প্রাণ হয় ধাবমান!

সদা মনে হয় বালা কোথায় না জানি,
হয়ত সে গেছে চলে নগরে ভ্রমিতে,
হয়ত কে অনাদর করেছে তাহারে,
এসেছে সে কাঁদ' কাঁদ' মুখখানি করে
আমার বুকের কাছে লুকাইতে মাথা!
থেকে থেকে গুহা হতে যাই বাহিরিয়া,
দেখে আসি খেলায় সে লতাটির সাথে।
তারে দেখে চোখে যেন জল আসে মোর,
দয়াতে পরাণ যেন উঠেরে পূরিয়া!

এই খেনে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল!
মিছে ধ্যান, মিছে জ্ঞান, মিছে আশা মোর!
আকাশ-বিহারী পাখী উড়িত আকাশে—
মাটি হ'তে ব্যাধ তারে মারিয়াছে বাণ,
ক্রমেই মাটির পানে যেতেছে পড়িয়া—
ক্রমেই দুর্ব্বল দেহ, শ্রান্ত ভগ্ন পাখা,
ক্রমেই আসিছে নুয়ে অভ্রভেদী মাথা!
ধূলায়, মৃত্যুর মাঝে লুটাইতে হবে—
লৌহ পিঞ্জরের মাঝে বসিয়া বসিয়া
আকাশের পানে চেয়ে ফেলিব নিশ্বাস!

তবে কিরে আর কিছু নাইক উপায়!

প্রাণের সঙ্কল্প সব দিয়ে বিসর্জ্জন—
ক্ষুদ্রগুের তরে ত্যজি অনন্তের আশা
বালিকার মত শুধু করিব বিলাপ!
দেখিতেছি বর্ষ বর্ষ সমাধির ফল
দুদিনে স্বপ্নের মত যেতেছে মিলায়ে,
দেখিব কেবল, আর কিছু করিব না!
যাবে চলে? সব যাবে? সব ব্যর্থ হবে!
এত দূরে এসে ফের ফিরে যেতে হবে!

দেহের বন্ধন ছিঁড়ে যদি কিছু হয়!
মৃত্তিকার সহোদর এ দেহ আমার
ধরণীরে আলিঙ্গিয়া রহে রাত্রি দিন!
ধূলারে বাসিস্ ভাল তুই স্থূল দেহ,
ধূলায় পড়িয়া থাক্, আমি যাই চ'লে!
কিন্তু সেও বৃথা আশা, সেও মহা ভ্রম,
মৃত্যু প্রলোভন দিয়ে যেতেছে লইয়া
নূতন জন্মের মাঝে ফেলিবে কোথায়—
নূতন ভ্রমের মাঝে হইব মগন—
আরম্ভ করিতে হবে নূতন করিয়া!
কিছু কি উপায় নাই! সকলি নিষ্ফল!

বা। দেখ পিতা, লতাটিতে কুঁড়ি ধরিয়াছে,
প্রভাতের আলো পেলে উঠিবে ফুটিয়া!

(সন্যাসী সবেগে গিয়া লতা ছিঁড়িয়া ফেলিল)

বা। ও কি হল! ও কি হল! কি করিলে পিতা!
(ছিন্নলতাটি বুকে তুলিয়া লইয়া)
আহা আহা, বড় কিরে বাজিয়াছে তোর!
কেনরে কি করেছিলি!—কে ছিঁড়িল তোরে!

স। রাক্ষসী, পিশাচি, ওরে, তুই মায়াবিনী—
দূর হ', এখনি তুই যা'রে দূর হয়ে!
এত বিষ ছিল তোর ওই টুকুমাঝে
অনন্ত জীবন মোর ধ্বংশ ক'রে দিলি!
ওরে তোরে চিনিয়াছি—আজ চিনিয়াছি—
প্রকৃতির গুপ্তচর তুইরে রাক্ষসি,
মায়াবেশে হেসে হেসে কাছে এসে মোর—
গলায় বাঁধিয়া দিলি লোহার শৃঙ্খল!
তুইরে আলেয়া আলো, তুই মরীচিকা—
কোন্ পিপাসার মাঝে, দুর্ভিক্ষের মাঝে
কোন্ মরুভূমি মাঝে—শ্মশানের পথে
কোন্ মরণের মুখে যেতেছিস্ নিয়ে!
ওই যে দেখিরে তোর নিদারুণ হাসি—
প্রকৃতির হৃদিহীন উপহাস তুই—
শৃঙ্খলেতে বেঁধে ফেলে পরাজিত মোরে
হা হা ক'রে হাসিতেছে প্রকৃতি রাক্ষসী!
এখনো কি আশা তোর পূরেনি পাষাণী?—

এখনো করিবি মোরে আরো অপমান!—
আরো ধূলা দিবি ফেলে এ মাথায় মোর!
আরো গহ্বরেতে মোরে টেনে নিয়ে যাবি!—
নারে না—তা হবে নারে—এখনো যুঝিব—
এখনো হইব জয়ী ছিঁড়িব শৃঙ্খল!

(সন্ন্যাসীর সবেগে গুহা হইতে বহির্গমন ও মূর্চ্ছিত
হইয়া বালিকার পাষাণের উপরে পতন।)

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

অরণ্য।

ঝড়বৃষ্টি।

রাত্রি।

স। কেওরে করুণ কণ্ঠে করে আর্ত্তনাদ।
এখনো কানেতে কেন পশিছে আসিয়া!
প্রলয়ের শব্দে আজি কাঁপিছে ধরণী,
বজ্রদন্ত কড়মড়ি ছুটিতেছে ঝড়,
ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত আঁধার অরণ্য
তরুর তরঙ্গ লয়ে উঠিছে পড়িছে!
তবুও ঝটিকা, তোর বজ্রগীত গেয়ে
ক্ষুদ্র এক বালিকার ক্ষীণ-কণ্ঠধ্বনি
পারিলিনে ডুবাইতে? এখনো শুনি যে!
ওই যে সে কাঁদিতেছে করুণ স্বরেতে
নিশীথের বুক ফেটে উঠিছে সে ধ্বনি!
কোথা যাব—কোথা যাব—কোন্ অন্ধকারে—
জগতের কোন্ প্রান্তে—নিশীথের বুকে—
ধরণীর কোন্ ঘোর—ঘোর গর্ভতলে—

এ ধ্বনি কোথায় গেলে পশিবে না কানে!
যাই ছুটে আরো—আরো অরণ্যের মাঝে—
মহাকায় তরুদের জটিলতা মাঝে
দিগ্বিদিক্ হারাইয়া মগ্ন হ'য়ে যাই!

(প্রস্থান)

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

অরণ্য।

ঝড় বৃষ্টি।

ওই যে এখনো শুনি—এখনো যে শুনি!—
কিছুতে কি এ রজনী পোহাবে না আর!
অনন্ত রজনী কিরে হেথা বসে বসে
আর কিছু শুনিব না—কেবল একটি
অনাথিনী বালিকার করুণ ক্রন্দন!
এ কি ঘোর নিদারুণ অনন্ত নরক!
একাকী এ বিশ্বমাঝে অসীম নিশীথে
সঙ্গী শুধু একটি করুণ আর্ত্তস্বর!
বাছা, ও কি ক'রে তুই রয়েছিস্ চেয়ে—
আ-মরি, মুখেতে কেন কথাটিও নেই!—
আহা, সে কঠিন কথা কত বেজেছিল!—
করুণ কাতর দুটি নয়ন মেলিয়া
দারুণ বিস্ময়ে যবে চাহিয়া রহিলি
রসনা কেনরে মোর হ'লো না পাষাণ!

পঞ্চদশ দৃশ্য।

প্রভাত।

(অরণ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া)

স। যাক্, রসাতলে যাক্ সন্ন্যাসীর ব্রত!
(ছুঁড়িয়া ফেলিয়া) দূর কর, ভেঙ্গে ফেল দণ্ড কমণ্ডলু!
আজ হ'তে আমি আর নহিরে সন্ন্যাসী!
পাষাণ সঙ্কল্প ভার দিয়ে বিসর্জ্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার!
হে বিশ্ব, হে মহাতরী চলেছ কোথায়,
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে!
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে!—
যে পথে তপন শশি আলো ধ'রে আছে,
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,—
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে!
জগৎ, তোমারে ছেড়ে পারিনে যে যেতে,
মহা আকর্ষণে সবে বাঁধা আছি মোরা!—

পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে করে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া,
যত ওড়ে—যত ওড়ে যত ঊর্দ্ধে যায়—
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে—
অবশেষে শ্রান্ত দেহে নীড়ে ফিরে আসে।

(চারিদিকে চাহিয়া)

আজি এ জগৎ হেরি কি আনন্দময়!
সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিছে!
নদী তরুলতা পাখী হাসিছে প্রভাতে।
উঠিয়াছে লোক জন প্রভাত হেরিয়া,
হাসি মুখে চলিয়াছে আপনার কাজে।
ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া।
ওই যে পূজার তরে তুলিতেছে ফুল,
ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার।
কেহ বা করিছে স্নান, কেহ তুলে জল,
ছেলেরা ধূলায় বসে খেলা করিতেছে,
সখারা দাঁড়ায়ে পথে কহে কত কথা।

আহা সে অনাথা বালা কোথায় না জানি!—
কে তারে আশ্রয় দেবে, কে তারে দেখিবে!—

ব্যথিত হৃদয় নিয়ে কার কাছে যাবে,
কে তারে পিতার মত বুকে নিয়ে তুলে
নয়নের অশ্রুজল দিবে মুছাইয়া !
কি করেছি, কি বলেছি সব গেছি ভুলে,—
বিস্মৃত দুঃস্বপ্ন শুধু চেপে আছে প্রাণে—
একখানি মুখ শুধু মনে পড়িতেছে,
দুটি আঁখি চেয়ে আছে করুণ বিস্ময়ে !
আহা, কাছে যাই তার, বুকে নিয়ে তারে
শুধাইগে কি হয়েছে কি করেছি আমি !
একটি কুটীরে মোরা রহিব দুজনে,
রামায়ণ হ'তে তারে শুনাব কাহিনী—
সন্ধ্যার প্রদীপ জেলে শাস্ত্র কথা শুনে,
বালিকা কোলেতে মোর পড়িবে ঘুমায়ে !

(প্রস্থান।)

ষোড়শ দৃশ্য।

পথে।

লোকারণ্য।

১। ওরে, আজ আমাদের রাজপুত্রের বিয়ে!

২। তা'ত জানি!

৩। ছুটে চল্, ছুটে চল্, ছুটে চল্!

৪। রাজার বাড়ি নবৎ ব'সেছে, কিন্তু ভাই, আমাদের ডুগ্‌ডুগি না বাজ্‌লে আমোদ হয় না। তাই কাল সারা-রাত্রি মোধোকে আর হরেকে ডেকে তিন জনে মিলে কেবল ডুগ্‌ডুগি বাজিয়েছি!

স্ত্রী। হাঁগা, রাজপুত্তুরের বিয়ে হবে তা মুড়িমুড়্‌কি বিলোনো হবে না!

১। দূর মাগী, রাজপুত্তুরের বিয়েতে কি মুড়িমুড়্‌কি বিলোনো হয়? গুড়, ছোলা, চিনির পানা—

২। নারে না, খুড়ো আমার সহরে থাকে, তার কাছে শুনেছি, দই দিয়ে ছাতু দিয়ে ফলার হবে!

অনেকে। ওরে তবে আজ আনন্দ ক'রে নেরে, আনন্দ করে নে।

১। ওরে ও সর্দ্দারের পো, আজ আবার কাজ কর্ত্তে ব'সেছিস্ কেন, ঘর থেকে বেরিয়ে আয়!—

২। আজ যে শালা কাজ করবে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব!

৩। নারে ভাই, ব'সে ব'সে মালা গাঁথ্‌চি দরজায় ঝুলিয়ে দিতে হবে।

স্ত্রী। (ক্রন্দমান সন্তানের প্রতি) চুপ্ কর্, কাঁদিস্‌নে, কাঁদিস্‌নে—আজ রাজপুত্রের বিয়ে—আজ রাজবাড়িতে যাবি, মুঠো মুঠো চিনি খেতে পাবি!

(কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান।)

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

স। জগতের মুখে আজি এ কি হাস্য হেরি!
আনন্দ তরঙ্গ নাচে চন্দ্র সূর্য্য ঘেরি।
আনন্দ হিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,
আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখীর গলায়,
আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

কতকগুলি পথিকের প্রবেশ।

১। ঠাকুর প্রণাম হই!

২। প্রভুগো প্রণাম!

৩। এই ছেলেটিরে মোর আশীর্ব্বাদ কর'।

৪। পদধূলি দাও প্রভু নিয়ে যাই শিরে!—

৫। এনেছি চরণে দিতে গুটি দুই ফুল!

স। কেন এরা সবে মোরে করিছে প্রণাম—
আমি ত সন্ন্যাসী নই—ওঠ ভাই ওঠ—
এস ভাই, আজ মোরা করি কোলাকুলি!
আমিও যে একজন তোমাদেরি মত,
তোমাদেরি গৃহ মাঝে নিয়ে যাও মোরে!—

জান কি কোথায় আছে মেয়েটি আমার?
শুধহিতে কেন মোর করিতেছে ভয়?—
তার ম্লান মুখ দেখে কেহ কি তোমরা
ডেকে নিয়ে যাও নাই গৃহে তোমাদের!
সে বালিকা কোথাও কি পায়নি আশ্রয়?

সপ্তদশ দৃশ্য।

গুহামুখ।

পাষাণে মাথা রাখিয়া, ছিন্ন লতা বুকে জড়াইয়া
ধূলায় পতিত বালিকা।

সন্ন্যাসীর দ্রুত প্রবেশ।

স। নয়ন-আনন্দ মোর,—হৃদয়ের ধন,—
স্নেহের প্রতিমা, ওগো, মা, আমি এসেছি—
ধূলায় পড়িয়া কেন,—ওঠ মা, ওঠ মা—
পাষাণেতে মুখখানি রেখেছিস্ কেন ?—
আয়রে বুকের মাঝে—এও ত পাষাণ!
ও মা, এত অভিমান করেছিস্ কেন,—
মুখখানি তুলে দেখ্—দুটো কথা ক!—
এ কি, এ যে হিম দেহ!—না পড়ে নিশ্বাস—
হৃদয় কেনরে স্তব্ধ—বিবর্ণ মুখানি!

* * * * *

বাছা—বাছা—কোথা গেলি! কি করিলি রে—
হায় হায়—এ কি নিদারুণ প্রতিশোধ!

সমাপ্ত।